সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৭

WEEKLY BOOKLET: 357

ফয়যানে আবু আত্তার

মাটি পাথরের ভেসে উঠতো ০৩

আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা কি কাদেরী ছিলেন? ০৬

প্রিয় নবী ﷺ এর আবু আত্তারের প্রতি দয়া ১২

আবু আত্তারের উত্তরাধিকার ১২

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

Islamic Research Center

প্রথমে এটি পড়ুন

আল্লাহ পাক পিতাকে সন্তানের মাথার উপর এমন একটি ছায়া হিসেবে তৈরি করেছেন যার উপমা পাওয়া যায় না। যেমন মায়ের কোল সন্তানের জন্য স্নেহের "উৎস" ঠিক তেমন পিতা ছায়াময় বৃক্ষের মর্যাদা রাখেন, যিনি কঠিন বিপদাপদ সহ্য করে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, নিজের সন্তানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করেন এবং তাদের খাওয়ান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের পিতামাতার খেদমত করার তৌফিক দান করুন, যাদের পিতামাতা ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে রহমত নসিব করো এবং তাদের সন্তানদেরকে তাদের পিতামাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে নেক কাজ করার তৌফিক দান করুন।

মাদানী চ্যানেলে অনুষ্ঠিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন মাদানী মুযাকারার প্রশ্ন-উত্তর, অন্যান্য প্রোগ্রাম, বিভিন্ন কিতাব এবং লেখনীর আলোকে এই পুস্তিকা "ফয়যানে আবু আত্তার" প্রস্তুত করা হয়েছে, যা আমীরে আহলে সুন্নাত এর সম্মানিত পিতার ৭১তম ওফাত বার্ষিকী ১৪ যিলহজ্জ ১৪৪৫ হিজরী (২০২৪ই) উপলক্ষে দাওয়াতে ইসলামীর আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ (Islamic Research Centre) এর বিভাগ "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" এর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তিকা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি নেককার পিতার কিছু অভ্যাস সম্পর্কেও জানা যাবে। ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন উভয়ের জন্য এই পুস্তিকা সমান উপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে, اِنْ شَآءَ الله । সাওয়াব অর্জন এবং নেকীর দাওয়াত প্রসারের জন্য এই পুস্তিকাটি বেশি বেশি প্রচার করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

মদীনার বিরহ, জান্নাতুল বকী ও বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া প্রার্থী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে আবু আত্তার

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে আমার দাদাজানের জীবনী সম্বলিত **"ফয়যানে আবু আত্তার"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে এবং তার সম্পূর্ণ বংশকে নেককার নামাযী এবং আশিকে রাসূল বানাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা তার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা তার প্রতি একশ বার দরূদ প্রেরণ করেন আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশ বার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর

www.dawateislami.net

ফেরেশতারা তার প্রতি এক হাজার বার দরূদ প্রেরণ করেন এবং তার শরীরকে আগুন স্পর্শ করবে না।” **(মাতালিয়ু'ল মুসিররাত, পৃষ্ঠা ১১৯)**

পড়তা রাহোঁ কসরত সে দরূদ উন পে সদা মে
অউর যিকর কা ভি শওক পায়ে গাউস ও রযা দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাট হাওয়ায় ভেসে উঠতো

কলম্বোর (শ্রীলঙ্কা) একজন ব্যক্তির বর্ণনা যে, তিনি পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ভক্ত এক ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, যিনি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কিত “কাসীদায়ে গাউসিয়া” এর উপর আমলকারী ছিলেন। তার বাড়ি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর করাচি এবং তিনি কলম্বোতে “S.T.R সালেহ মোহাম্মদ” নামের একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি সেখানে আলিশান হানাফি মেমন মসজিদে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পেলে নামাযও পড়াতেন, তিনি অনেকদিন পর্যন্ত মসজিদের ব্যবস্থাপনা সামলিয়েছেন এবং মসজিদের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মুখে এমন প্রভাব দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি খাটে বসে “কাসীদায়ে গাউসিয়া” পাঠ করতেন তখন তার খাট মাটি থেকে উপরে ভেসে উঠতো।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আপনি কি জানেন এই গাউসে আযমের আশিক এবং কাসীদায়ে গাউসিয়ার আমলকারী কে ছিলেন? এই নেককার ব্যক্তি হলেন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিত পিতা "হাজী আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহিম ওয়াড়িওয়ালা"[১]। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৯৭৯ সালে তাঁর ভাগ্নে "আব্দুল কাদির" এর বিয়েতে কলম্বো গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর খালু "(মরহুম) হাজী আহমদ পাঘী" তাঁকে তাঁর পিতার কাসীদায়ে গাউসিয়া পাঠের সময় খাট ভেসে উঠার ঘটনা বলেছিলেন।

চার পায়ি ভি কাসীদা সুন কে হোতি থি বুলন্দ
পড়না হে এ্যয়সা আনোখা ওয়ালিদে আত্তার কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাসীদায়ে গাউসিয়ার পরিচিতি

হে গাউসে আযমের আশিকগণ! এই কাসীদায়ে মুবারাকা হুযুর সায়্যিদুনা গাউসুল আযম হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় জবান থেকে আদায় হয়েছে এবং আমাদের কাদেরিয়া সিলসিলায় এটি জাহেরি ও বাতেনি দৌলত প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়, (বরং প্রত্যেক সিলসিলার মুরিদও এর থেকে ফয়েয পেতে পারে) এতে ২৯টি পংক্তি রয়েছে। এই কাসীদা মুবারক প্রতিদিন পাঠ করা খুবই উপকারী।

---

১. ওয়াড়িওয়ালা একটি সম্প্রদায়ের উপাধী।

www.dawateislami.net

কাসীদায়ে গাউসিয়ার দশটি বরকত

১. মানুষের হৃদয়কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য খুবই উপকারী এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।

২ কাসীদায়ে গাউসিয়া পাঠ করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. কাসীদায়ে গাউসিয়া পাঠকারীর আরবী পড়ায় অন্তর্দৃষ্টি অর্জিত হয়।

৪. কাসীদায়ে গাউসিয়া যে কোনো কঠিন কাজের জন্য চল্লিশ দিন প্রতিদিন একবার করে পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله সফল হবেন।

৫. যে ব্যক্তি কাসীদায়ে গাউসিয়া (ফ্রেম বানিয়ে) নিজের সামনে রাখবে (যাতে দৃষ্টি পরে) এবং তিনবার পাঠ করবে, সে গাউসুল আযমের দরবারে কবুল হবে এবং হুযুর গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত লাভ হবে। اِنْ شَآءَ الله

৬. যে কোনো রোগ ও কষ্টের জন্য তিনবার বা পাঁচবার পাঠ করা উপকারী।

৭. নিঃসন্তান মহিলা কোনো বিশুদ্ধ পাঠক দ্বারা ৪১ বা ২১ বার কাসীদায়ে গাউসিয়া পাঠ করিয়ে পানিতে দম করিয়ে সেই পানি সংরক্ষণ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অল্প অল্প করে পান করলে গর্ভবতী হবে এবং হুযুর গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে পুত্র সন্তান লাভ করবে। اِنْ شَآءَ الله

৮. কাসীদায়ে গাউসিয়া পাঠ করে তেলে ফুঁ দিয়ে জ্বীনে ধরা ব্যক্তির শরীরে মালিশ করলে ক্ষতিকর জ্বীন দূর হবে। اِنْ شَآءَ الله

৯-১০. অত্যাচারী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله তার থেকে মুক্তি পাবেন এবং অন্যান্য শত্রুও দূর হবে। اِنْ شَآءَ الله

(মাজমুয়ায়ে আমালে রযা, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৯ থেকে সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

বরোযে কিয়ামত হামেঁ আপনে ঝাণ্ডে
তলে দিজিয়েগা জাগা গাউসে আযম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আবু আত্তারের পরিচিতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার নাম ছিল “হাজী আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহিম।” তিনি ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বে ১৯০৮ সালে ভারতীয় রাজ্য জুনাগড়ের কুতিয়ানা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের দাদাজান “আব্দুর রহিম” ছিলেন সরল প্রকৃতির এবং নম্র ও বিনয়ী। তিনি একটি স্কুলে শিক্ষক (টিচার) ছিলেন।

আল্লাহ পাকের প্রিয় নাম

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার নাম ছিল "আব্দুর রহমান" এবং এটি একটি বরকতময় নাম। যেমনটি আল্লাহ পাকের প্রিয়তম নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদ আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমাদের নামের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।” **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১৭৮, হাদীস: ২ (২১৩২)**

আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা কি কাদেরী ছিলেন?

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতা মরহুম হাজী আব্দুর রহমান এর নামের সাথে কিছু ইসলামী ভাই “কাদেরী” লেখেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই সম্পর্কে বলেন: আমার পিতার কাদেরিয়া সিলসিলায় বাইয়াত বা তাঁর পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কে আমার জানা নেই। যেহেতু এখন আমীরে আহলে সুন্নাতের কোনো বড় ভাই বা বোন

www.dawateislami.net

বেঁচে নেই যারা এই বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেন, তবে প্রচলিত প্রবাদ "জবানে খালক নাকারায়ে খোদা" অনুযায়ী সম্ভবত তিনি "কাদেরী" ছিলেন, যেমনটি শুরুতে হুযুর গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাসীদায়ে গাউসিয়ার নিয়মিত আমল করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাকই সঠিক বিষয়টি সবচেয়ে ভালো জানেন।

পাকিস্তানে পিতামাতার আগমন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিজরত করে আসা মুসলমানদের বড় সংখ্যার মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতামাতাও ছিলেন। শুরুতে প্রায় তিন মাস হায়দ্রাবাদে (সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্তান) ছিলেন, তারপর করাচির খারাদার এলাকার বোম্বাই বাজারে (যেখানে আমীরে আহলে সুন্নাতের জন্ম হয়েছিল) চলে আসেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতা একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন এবং সেই কোম্পানির একটি শাখা "কলম্বো"তেও ছিল এবং কিছুদিন পর তার ট্রান্সফার কলম্বোতে হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আবু আত্তারের অভ্যাস ও আচার-আচরণ

আমীরে আহলে সুন্নাতের জন্মের প্রায় দেড় বা দুই বছর পর মক্কা শরীফে সম্মানিত পিতার ইন্তেকাল হয় (বিস্তারিত ঘটনা পরে আসছে)। আমীরে আহলে সুন্নাত যখন বড় হন, তখন তাঁর এক প্রতিবেশী তাঁর পিতার সম্পর্কে ভালো অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জানান যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতা মরহুম হাজী আব্দুর রহমান একজন নেককার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সুন্নাত মোতাবেক

www.dawateislami.net

এক মুষ্টি দাঁড়ি ছিল। প্রায়ই দৃষ্টিকে নত রেখে চলতেন। কথোপকথনের সময় হাদীস বর্ণনা করতেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সম্মানিত আব্বাজানের ব্যাপারে বাড়িতে শুনেছি যে, তিনি সহজ সরল সৎ লোক ছিলেন, লোকেরা তাঁর থেকে ফুঁসলিয়ে টাকা নিয়ে নিত তাই তিনি কিছু সঞ্চয় করতে পারতেন না।

থে ওউহ হাজী অউর নামাযী বা শরয়া' থি জীন্দেগী
থা আকীদা ইয়া নবী কা ওয়ালিদে আত্তার কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পারিবারিক পরিচিতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের মরহুম পিতা হাজী আব্দুর রহমানের ভাই এবং বোনদের (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাতের চাচা ও ফুফুদের) সংখ্যা বা নাম সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তবে মরহুম আব্দুর রহমানের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল আব্দুল গনি, মেজো ছেলের নাম আব্দুল আজিজ (আনুমানিক ৬ মাস বয়সে মারা গিয়েছিলেন) এবং সবচেয়ে ছোট ছেলে মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী। তিন কন্যার মধ্যে একজন কলম্বোতে থাকতেন এবং দুজন পাকিস্তানে। বড় কন্যার নাম "খাদিজা বাঈ[১]" তার ছোট বোন "ফাতিমা বাঈ" এবং সবচেয়ে ছোট কন্যার নাম "যাহরা বাঈ" ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত তার ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন, সম্ভবত এই কারণেই তার মা তাকে স্নেহভরে "বাবু" বলে ডাকতেন।

---

১. বাঈ মেমনি ভাষায় সম্মানিত শব্দ, যেমন ছেলেদের জন্য ভাই।

www.dawateislami.net

সম্মানিত পিতার ইন্তেকাল

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জন্ম ২৬ রমজান শরীফ ১৩৬৯ হিজরী মোতাবেক ১২ জুলাই ১৯৫০ সালে হয়েছিল। ১৩৭০ মোতাবেক ১৯৫১ সালে তাঁর আব্বাজান হজ্জের জন্য রওয়ানা হন। তখন আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়স প্রায় দেড় বা দুই বছর হবে। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর বড় বোনের উদ্ধৃতিতে সম্মানিত পিতার হজ্জের সফরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি ও আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এয়ারপোর্টে আব্বাজানকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। তখন পরিস্থিতি খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল এবং ঠিক যেভাবে এখন আমরা বাস বা ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের বিদায় জানাই, তেমনিভাবে বিমানযাত্রীদেরও বিদায় জানানো হতো। আব্বাজানের রওয়ানার সময় আমার জ্বর ছিল এবং আমাকে একটি গোলাপী রঙের শালে মুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বড় হয়ে আমি সেই গোলাপী শাল (অর্থাৎ গোলাপী কম্বল) অনেকদিন দেখেছি, যেটিতে মুড়িয়ে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মাওলানা হাশমত আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকত

আরব দেশে আব্বাজান পৌঁছে গেলেন। হজ্জের সময় মিনা শরীফে প্রচণ্ড গরম বাতাস বয়ে যায়, যাতে অনেক হাজী মারা যান এবং অনেকেই নিখোঁজ হয়ে যান। আমীরে আহলে সুন্নাতের আব্বাজানও নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক চেষ্টা করার পরেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের একজন সফরসঙ্গী বলেন: সেই বছর খলিফায়ে আলা হযরত, শের বাইশায়ে সুন্নাত, হযরত মাওলানা হাশমত আলী খান উবায়েদ রযবী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হজ্জের জন্য এসেছিলেন। আমরা তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা জানাই এবং আবেদন করি: "আপনি দোয়া করুন যাতে হাজী আব্দুর রহমানকে খুঁজে পাওয়া যায়।" হযরত দোয়া করলেন এবং বললেন: পেয়ে যাবে (اِنْ شَآءَ الله)। অবশেষে তাঁকে জেদ্দা শরীফের একটি হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর লু (গরম বাতাস) লেগে গিয়েছিল এবং তিনি সেরে উঠতে পারেননি। ১৪ যিলহজ ১৩৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّآاِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

জিস জাগা পর আশিকো কো মউত কি হে আরযু
কিয়া হি মাসকান হে ওহ পেয়ারা ওয়ালিদে আত্তার কা
জব হালিমী ওহ গেয়ী হজ্জ পর ওয়াহী কে হো গেয়ী
হজ্জ হুয়া এ্যয়সে নিরালা ওয়ালিদে আত্তার কা

আল্লাহওয়ালাদের প্রতি অগাধ ভক্তি

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার বন্ধুরা বলেন: আহ! আমরা যদি খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা হাশমত আলী খান উবায়েদ রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট শুধু খুঁজে পাওয়ার দোয়া করানোর পরিবর্তে এইভাবে দোয়া করাতাম যে, হাজী আব্দুর রহমান সুস্থ-সালামতে ফিরে আসুক এবং নিজের পরিবারে পৌঁছে যাক। আল্লাহ পাকের দয়ায় দোয়া কবুল হতে পারত এবং তিনি ঘরে ফিরে আসতে পারতেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। আমীন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সৌভাগ্যবান হাজী

আল্লাহ পাক আবু আত্তার হাজী আব্দুর রহমান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এর কবর শরীফে আপন রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত করুন, مَاشَآءَاللّٰه তিনি কতই না ভাগ্যবান ছিলেন যে, তিনি হজ্জের সফরে মৃত্যুবরণ করেন। একটি হাদীস শরীফে হজ্জের সফরে ইন্তেকালকারী ব্যক্তির বিশাল ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে হজ্জের জন্য বের হয় এবং মারা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য হজ্জের সাওয়াব লেখা হবে।"

(মুজামে আওসাত, ৪/৯৩, হাদীস: ৫৩২১)

বিনা হিসাবে মাগফিরাতের সুসংবাদ

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে এই পথে হজ্জ বা ওমরার জন্য বের হয়ে মারা যায়, তার জবাবদিহিতা হবে না এবং তার কোন হিসাব হবে না এবং তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মুসালী, ৪/১৫২, হাদীস: ৪৫৮৯)

মুঝে হার সাল তুম হজ্জ পর বুলানা ইয়া রাসূলাল্লাহ
বুলানা অউর মদীনা ভি দেখানা ইয়া রাসূলাল্লাহ
রাহে হার সাল মেরা আনা জানা ইয়া রাসূলাল্লাহ
বকীয়ে পাক হো আখির ঠিকানা ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর আবু আত্তারের প্রতি দয়া (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বড় বোন ফাতিমা বাঈ (যার ইন্তেকাল শুক্রবার ২৬ যিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ৭-৯-২০১৮ তারিখে হয়েছিল) আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত আব্বাজানের ইন্তেকালের পরে একটি বড় মোবারক স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন: আমি দেখি যে, আব্বাজান একজন খুবই নূরানী চেহারার বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে এসেছেন এবং আমার হাত ধরে বলেন: "কন্যা ইনাকে চিনতে পারছ? ইনি আমাদের আক্বা, মদীনাওয়ালা মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।"

তারপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে অত্যন্ত মমতার সহিত ইরশাদ করেন: "তুমি খুবই ভাগ্যবতী।" আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের সকলের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাব মাগফিরাত হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াহ ওয়াহ কিয়া হে রুতবা আবু আত্তার কা
হে করম উন পর খোদা অউর মেরে সরকার কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আবু আত্তারের উত্তরাধীকার

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতা সম্পত্তির মধ্যে ১২০ গজের একটি প্লট "আদমজি নগর (করাচি)" তে রেখে যান। সেই সময়ে ঐ এলাকা সম্পূর্ণ অনাবাদী ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর বড় ভাই মরহুম আব্দুল গণি সাহেবের সাথে বড় হয়ে সেটি দেখতে গিয়েছিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট তাঁর পিতার একটি কিতাব "তাজকিরাতুল আওলিয়া" ছিল, যার উপর সম্মানিত পিতার নাম লেখা ছিল।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের তার পিতার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতার এক বন্ধু ফেডারেল বি এরিয়া (করাচি) তে বসবাস করতেন, একবার তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট শহীদ মসজিদ (খারাদার, করাচি) যেখানে তিনি ইমামতি করতেন সেখানে আসেন এবং আমীরে আহলে সুন্নাতকে জানান যে, আমি আপনার পিতার বন্ধু। কখনো আমার বাড়িতে আসবেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের তাঁর সাথে আর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি বা তাঁর বাড়িতে যেতে পারেননি, অন্যথায় তাঁর মাধ্যমে আপনার মরহুম পিতার সম্পর্কে আরও কিছু কথা জানতে পারতেন।

আব্বাজানের স্মৃতি ছোট্ট হৃদয়কে অস্থির করে দিল (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আমি একবার ছোটবেলায় বাড়ির বারান্দায় ছিলাম। আমার ছোট্ট হৃদয়ে এই ধারণা আসে যে, "সব বাচ্চারা কাউকে না কাউকে বাপা, বাপা[১] (অর্থাৎ আব্বু আব্বু) বলে ডাক দিয়ে তাদেকে ঝড়িয়ে ধরে, তারপর তাদের বাপা তাদের কোলে তুলে আদর করে, তাদের মিষ্টি (অর্থাৎ জিনিস) কিনে দেন এবং কখনও কখনও খেলনা কিনে দেন, আহ! আমাদের বাড়িতেও যদি বাপা থাকতো, আমিও তাঁকে ঝড়িয়ে ধরতাম এবং তিনি আমাকে আদর করতেন। এই ভাবনায় আমার ছোট্ট হৃদয় অস্থির হয়ে যায়, আমি নিজের অজান্তেই কাঁদতে শুরু করি।

১. বাপা মেমনি ভাষায় বাবাকে বলে।

www.dawateislami.net

আমার কান্নার শব্দ শুনে আমার বড় বোন আসেন এবং তার ছোট্ট অনাথ ভাইকে কোলে তুলে শান্তনা দিতে থাকেন।

হৃদয়ে দুঃখের আধিপত্যের কারণ

দারিদ্র্য ও এতিম অবস্থায় চোখ খোলা ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উচ্চ হৃদয়ে প্রায়ই দুঃখের অনুভূতি বিরাজ করতো। পরিবারের সদস্যদের, পিতামাতা, ভাইবোনদের ভালবাসা মানব প্রকৃতির দাবী। শৈশবে পিতার মৃত্যু, এতিম অবস্থায় লালন-পালন, পরিবারে দারিদ্র্যের কারণে শৈশব থেকেই কাজকর্ম শুরু করতে বাধ্য হওয়া, যৌবনে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হয়ে উঠা, পিতার স্নেহ হারানো, বড় ভাইয়ের ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব, মহিয়সী মায়েরও মৃত্যু হয়।[১] এই দুঃখ ও বেদনা এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, হৃদয় বেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি তাঁর স্নেহশীল ও দয়ালু আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত শব্দাবলির সাথে কবিতা আকারে আবেদন করেছেন:

ঘাটায়ে গম কি ছায়ে, দিল পেরেশাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
তুমহি হো মুঝ দুখী কে দুখ কা দারমাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
মে নান্না থা, চলা ওয়ালিদ, জোয়ানি মে গেয়া ভাই
বাহারে ভি না দেখি থি চলি মাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
সফিনে কে পরখছে উড় চুকে হে যোরে তুফাঁ
সাম্বালো! মে ভি ডুবা এ্যয় মেরী জাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

১. আমিরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিতা আম্মাজানের জীবনীর ব্যাপারে তথ্য জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"ফয়যানে উম্মে আত্তার"** পড়ুন বা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোড করুন।

www.dawateislami.net

নাসিমে তায়্যিবা সে কেহদো দিলে মুযতার কো ঝুঁকা দে
গমোঁ কি শাম হো সুবহে বাহারাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত পিতার দাফন

যেই বছর আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতার ইন্তিকাল হয়, বলা হয় যে, সেই বছর বহু হাজী লু হাওয়া লাগার কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাতের আব্বাজানও ১৪ যিলহজ্জ শরীফে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে জেদ্দা শরীফের কোন এক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। **(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব: ২৯)**

মেমনি ভাষায় শব্দ বিকৃতি

অন্যান্য ভাষার মতো মেমনি ভাষায়ও শব্দ এবং নামের বিকৃতি ঘটে। কুরআনের শব্দ এবং আরবি নামের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আব্দুর রহমানকে আমাদের মেমনি সম্প্রদায়ের কিছু লোক مَعَاذَ الله "আধ রে মান" বলে থাকে। এমনটি করা উচিত নয়, বরং যে নামই হোক, তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করা উচিত। আব্দুর রহমান নামটি তো অত্যন্ত সুন্দর এবং পবিত্র নাম, আল্লাহ পাকের বরকতময় নামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই নামটির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

পৈত্রিক গ্রামের প্রতি টান

আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতামাতার পৈত্রিক গ্রাম হলো “কুতিয়ানা” জুনাগড়, গুজরাট, ভারত। মানুষের স্বাভাবিকভাবে তাদের

www.dawateislami.net

পৈত্রিক গ্রামের টান থাকে। তিনি কখনো তাঁর পৈত্রিক গ্রামে যাননি। দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ একবার সেখানে গিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের জন্য ইসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করেন এবং এর ভিডিও মাদানী চ্যানেলের জনপ্রিয় প্রোগ্রাম "মাদানী মুযাকারা"য় চালানো হয়। তখন আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: "আমার খুব ভালো লেগেছে, আহ! আমিও যদি আমার পৈত্রিক গ্রাম দেখতে পেতাম।" (মনে রাখবেন, আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের মাযার করাচির বিখ্যাত মেওয়া শাহ কবরস্থানে অবস্থিত।)

পিতামাতার নেকীর প্রভাব

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফের পনেরতম পারায় সূরা আল-কাহফে হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর দুটি এতিম সন্তানের ধনসম্পদ রক্ষা করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা বিস্তারিতভাবে "তাফসীরে সীরাতুল জিনান" বা মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "রহস্যময় ধনভাণ্ডার" থেকে পড়তে পারেন। তাফসীরে এই ঘটনার আলোকে লেখা আছে যে, সেই এতিম সন্তানদের সপ্তম বা দশম বংশধারার পিতা একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন এবং তার নেকীর বরকতে এই সাত বা দশ প্রজন্ম পরে আসা সন্তানদের উপর করুণা হয়েছিল।

আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই শতাব্দির মহান বুযুর্গ। তাঁর আম্মাজানের কল্যাণময় আলোচনা "ফয়যানে উম্মে আত্তার" নামক পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন খোদাভীতির অধিকারী, ঘরে প্রায় হযরত গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের

www.dawateislami.net

জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাসিক গেয়ারভী শরীফ উদযাপন করতেন, হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে তথা বান্দার হকের ব্যাপারে ভীত মহিলা ছিলেন এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের আব্বাজানও নেককার ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। হতে পারে আমীরে আহলে সুন্নাত আজ দুনিয়ার বুকে যেই মহান মর্যাদা পেয়েছেন, তা তাঁর পিতামাতার নেক আমলেরই সদকায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মানুষের নেক আমল দ্বারা তার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের সংশোধন করেন এবং তার বংশ এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তাকে রক্ষা করেন এবং তারা সবাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপত্তায় থাকে।"

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৫/৪২২)

আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বীনি খেদমত

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দ্বীনি খেদমত সারা বিশ্বে পরিচিত ও গৃহীত। তাঁর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও সুন্নাত এবং মসলাকে হক আলা হযরত অনেক প্রসার লাভ করেছে। লক্ষ লক্ষ যুবক তাদের মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি এবং সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোনেরা শরীয়ত বিরোধী ফ্যাশন ও বেপর্দা হওয়া থেকে তওবা করে ইসলামী পর্দা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের লাগানো এই বাগানকে কেয়ামত পর্যন্ত আবাদ রাখুন এবং মদীনার সদা বাহার ফুলের বরকতে সুশোভিত রাখুন এবং তাঁর পিতামাতাকে, যাঁরা আসলেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী তাঁদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ পাক তাঁদের বরকতে অন্যান্য পিতামাতারও হেদায়েত দান

www.dawateislami.net

করুন ও তাদের সন্তানদের সঠিক পথে চালানোর তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিনকা বেটা সুন্নীউ কে দিল কি ধরকন বন গেয়া
মিল গেয়া হাম কো উতারা ওয়ালিদে আত্তার কা

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় মুরীদ বা তালিব হওয়ার বরকত!

গাউস পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরীদদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৯৩)**

সুনা লা-তাহাফ তেরা ফরমানে আলী!
গোলামোঁ কি ঢারস বন্ধি গাউসে আযম

ফয়যানে আবু আত্তার মসজিদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মজলিস "খোদ্দামুল মাসাজিদ ও মাদারিস" সারা বিশ্বে শত শত নয় বরং হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ করেছে। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পহেলা জুন ২০২৪ সালের কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দুইটি মসজিদ নির্মাণের ধারাবাহিকতা চলছে। কোথাও প্লট ক্রয় করা হচ্ছে, কোথাও মসজিদের উদ্বোধন করা হচ্ছে, কোথাও মসজিদ নির্মাণ কাজ চলছে, আবার কোথাও নামায শুরু হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত আব্বাজান হাজী আব্দুর রহমানের ইসালে সাওয়াবের জন্য সাউথ আফ্রিকার শহর জোহানেসবার্গের "সোয়েতো" (Soweto) এলাকায় "ফয়যানে আবু আত্তার" নামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াতে

www.dawateislami.net

ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শুরা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: এই মসজিদে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুইজন অমুসলিম এসে মুসলমান হয়। (মসজিদের চারপাশে অমুসলিম জনবসতিও রয়েছে) সেই মসজিদের ইমাম সাহেবও আগে অমুসলিম ছিলো, কয়েক বছর আগে তিনি মুসলমান হয়ে দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনা থেকে কুরআন শরীফ হেফয করেন এবং পরে জামিয়াতুল মদীনা থেকে দরসে নিযামী (আলিম কোর্স) সম্পন্ন করে মাদানী হয়ে যান এবং এখন ফয়যানে আত্তার মসজিদে ইমামতি করছেন।

আল্লাহ! করম এ্যয়সা করে তুজ পে জাহাঁ মে
এ্যয় দাওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩২২)

পরামর্শ স্বরূপ আবেদন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই যুগের মহান আলেম ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর বরকতে হাজার হাজার অমুসলিম মুসলমান হয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তাঁরা সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়েছেন। মুসলমানদের কল্যাণ কামনার আলোকে পরামর্শ স্বরূপ আবেদন যে, আপনিও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে হযরত গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলায় মুরীদ হয়ে যান এবং যদি আপনি ইতিমধ্যে কোনো পীর সাহেবের মুরীদ থাকেন তবে বাইয়াতে বরকতের অর্জনের জন্য তালিব

www.dawateislami.net

হয়ে যান। আপনার সন্তানদেরকেও মুরীদ বানিয়ে দিন এবং আপনার পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এমনকি পরিচিত সকলকে এই নেক কাজের জন্য প্রস্তুত করান। মুরীদ হওয়ার জন্য কোনো খরচ নেই, বিনামূল্যে অসংখ্য সাওয়াবের ভাণ্ডার অর্জন করা যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ লাভ হয়।

ওয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুরিদ হোন

মুরীদ হতে বা অন্য কাউকে মুরীদ বানানোর জন্য তার নাম, পিতার নাম এবং বয়স লিখে +৯২৩২১২৬২৬১১২ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। (এই নাম্বারে কল রিসিভ হয় না, শুধুমাত্র টেক্সট পাঠান)

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার শানে কয়েকটি পংক্তি

চার পায়ি ভি কাসীদা সুন কে হোতি থি বুলন্দ
পড়না হে এ্যয়সা আনোকা ওয়ালিদে আত্তার কা
থে ওহ হাজী অউর নামাযী বা শরয়া' থি জীন্দেগী
থা আকীদা ইয়া নবী কা ওয়ালিদে আত্তার কা
জিন কা বেটা সুন্নীউ কে দিল কি ধারকন বন গেয়া
মিল গেয়া হাম কো উতারা ওয়ালিদে আত্তার কা
জিস জাগা পর আশিকোঁ কো মউত কি হে আরযু
কিয়া হি মাসকান হে ওহ পেয়ারা ওয়ালিদে আত্তার কা
জব হালিমী ওহ গেয়ে হজ্জ পর ওয়াহি কে হো গেয়ে
হজ্জ হোয়া এ্যয়সা নিরালা ওয়ালিদে আত্তার কা

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net